ওয়ার্ডপারফেক্ট ৬.০

ডস-এর জন্য একটি শক্তিশালী ওয়ার্ড প্রসেসর

সাইদুর রহমান চৌধুরী

পিসি ব্যবহারকারীদের কাছে ওয়ার্ডপারফেক্ট একটি আদরণীয় ওয়ার্ড প্রসেসর। ভার্সন ৫.০ এর পর ৫.১-এ সফটওয়্যারটিতে বৈপ্লবিক কিছু সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে আসে। আর এই জনপ্রিয়তার পথ ধরেই বাজারে আসে এর দুটো উইন্ডোজ ভার্সন ৫.২ ও ৫.২ আপগ্রেড। সম্প্রতি এসেছে এর আরেকটি নতুন ভার্সন ওয়ার্ডপারফেক্ট ফর ডস ভার্সন ৬.০। এর প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য টেক্সট ও গ্রাফিক্স উভয় ধরনের ইউজার ইন্টারফেস। টেক্সট মোডে এর অবয়ব প্রায় ভার্সন ৫.১ এর অনুরূপ। গ্রাফিক্স ইন্টারফেসটিকে ডিজাইন করা হয়েছে অনেকটাই উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশনের মতো করে। আর এ প্রচেষ্টারই অংশ হিসাবে গ্রাফিক্স ফন্ট, WSYWIG ফিচার, ক্লিপবোর্ডে তথ্য সংরক্ষণ, নয়টি উইন্ডোতে নয়টি ডকুমেন্ট খোলা রাখার সুবিধাদিকে উইন্ডোজেরই সফল প্রতিস্থাপন বলা যেতে পারে। এরকম একটি ব্যাপকায়তনের সফট্‌ওয়্যারের পর্যালোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র পরিসরের রচনা মোটেই যথেষ্ট নয়। যে কয়টি প্রধান আলোচ্য সংযোজন আমি চিহ্নিত করেছি নতুন এই ভার্সানটিতে তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে।

১। **ইউজার ইন্টারফেসঃ** টেক্সট মোডে একে নতুন করে চিনিয়ে দেয়ার কিছু নেই, কিন্তু গ্রাফিক্স মোডে-এর চেহারাই ভিন্ন। বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই এটি উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশন নয়। বাটনবার, রিবন, আউটলাইন বার, স্ক্রলবার সব মিলিয়ে এর চেহারা যেকোন উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশনের মতোই। মজার ব্যাপার এই সবগুলো ফিচারই ব্যবহারকারী প্রয়োজনমত প্রদর্শন ও গোপন রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। বাটনবারটিকে খেয়ালখুশি মতো পর্দার উপরে, নীচে, ডানে বা বামে স্থাপন করা, পরিবর্তন করা কিংবা নতুন বার তৈরীও করা যেতে পারে। মাউসের মাধ্যমে এর ব্যবহার ম্যাক্রোর মতোই দ্রুত ও সহজ কার্যকারিতা দেখায়। যেকোন ২৮৬ পিসিতে ইজিএ বা ভিজিএ ডিসপ্লে সিস্টেম থাকলে এবং প্রায় ৫০০ কিলোবাইট ফ্রী মেমোরি থাকলে এই ইন্টারফেসটির সুবিধা নেয়া যেতে পারে। তবে মেমোরী স্বল্পতা এর গতিকে মারাত্মক রকম প্রভাবিত করে, বিশেষতঃ বিভিন্ন গ্রাফিক্স ফন্টের ব্যবহার করলে এর গতি হতাশ হবার মতোই ধীর হবে।

২। **ডকুমেন্ট হ্যান্ডলিংঃ** এক সাথে নয়টি ডকুমেন্ট খোলা রেখে কাজ করা যেতে পারে এই নুতন ভার্সানটিতে। প্রতিটি ডকুমেন্টের জন্য একটি করে উইন্ডো পর্দায় আসে। স্বাভাবিক ভাবে একটি উইন্ডো আরেকটিকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখে, তবে ইচ্ছে করলে উইন্ডোগুলোকে আকারে ছোট বড় করা, পর্দায় অবস্থানের পরিবর্তন; টাইলিং, ক্যাসকেডিং প্রভৃতি করা যেতে পারে।

৩। **ফন্টঃ** আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন গ্রাফিক্স ফন্ট-এর কথা না বললেই নয়। প্রফেশনাল ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর চূড়ান্ত ফরম্যাটিং-এ উপযুক্ত ফন্ট-এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রিন্টার ফন্টগুলোর পাশাপাশি এ ভার্সানে গ্রাফিক্স ফন্টের ব্যবহার এর আউটপুটের চেহারাই আমূল পাল্টে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। ট্রু টাইপ ফন্ট ব্যবহারের সুবিধা থাকায় উইন্ডোজ বা অন্য যে কোন অ্যাপ্লিকেশনের ট্রু টাইপ ফন্টগুলোকে এর জন্য ব্যবহার করা যাবে, আবার বিপরীত প্রক্রিয়াটিও চালু থাকায় ফন্ট শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে ভালো সুবিধা পাওয়া যাবে। প্যাকেজের সাথে সরবরাহকৃত ফন্ট ছাড়াও অ্যাড-অন ফন্ট ইনস্টল করার সুবিধা রয়েছে এতে।

৪। **প্রিন্ট প্রিভিউঃ** প্রিন্ট প্রিভিউ-এর ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। আগের মতো শুধু ১০০%, ২০০%, ফুল-পেজ বা ফেসিং পেজ-এ এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ না রেখে ১০০% থেকে প্রতি ২৫% বিরতিতে (১২৫%, ১৫০% ইত্যাদি) ১০০০% পর্যন্ত ম্যাগনিফিকেশনের সুবিধা দেয়া হয়েছে এ ভার্সানে। ফুল-পেজ, ফেসিং-পেজ তো রয়েছেই, পাশাপাশি রয়েছে বহু পৃষ্ঠার থাম্বনেল প্রিভিউ ব্যবস্থা। পূর্বনির্ধারিত ২,৪,৮,১৬,৩২ পৃষ্ঠার থাম্বনেল কিংবা প্রয়োজনানুযায়ী ১ থেকে ২৫৫ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যক পৃষ্ঠার প্রিভিউ পর্দায় আনা যেতে পারে।

৫। **ফাইল ম্যানেজারঃ** পূর্বতন ভার্সান এর ফাইল লিস্টিং এর পাশাপাশি এতে যুক্ত হয়েছে কতিপয় শক্তিশালী ফিচার। যেমনঃ Directory Tree, Quicklist, QuickFind প্রভৃতি। Quicklist ও Quick-Find মূলতঃ ফাইলসমূহকে বিভিন্ন গ্রুপ ও ইনডেক্সিং এর আওতায় এনে দ্রুত খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া হিসেবেই যুক্ত করা হয়েছে।

৬। **ফাইল কনভার্সানঃ** ভার্সান ৫.১ এর Convert utility-র স্থান নিয়েছে cv। cv এর ইন্টারফেসটিকে করা হয়েছে Wordstar 7.0 এর Star Exchange এর ঢংয়ে। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে অন-লাইন কনভার্সান, যেমনটি ওয়ার্ডস্টার ৭.০ এও নেই। কোন ফাইল ওপেন করতে গেলে তা যদি ওয়ার্ডপারফেক্ট ৬.০ ফরমেট এর ফাইল না হয়, তবেই cv অন-লাইন কনভার্টার হিসাবে মধ্যস্থতার জন্য হাজির হয়। এই কনভার্টারটির আওতাও ব্যাপক। বিভিন্ন জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশনে তৈরী ডাটা ও গ্রাফিক্স ফাইল যেমনঃ ওয়ার্ড পারফেক্টের পূর্বতন ভার্সানসমূহ, ওয়ার্ডস্টারের বিভিন্ন ভার্সান, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (ডস ও উইন্ডোজ ভার্সানসমূহ) ওয়ার্ডপারফেক্ট উইন্ডোজ ভার্সান, প্লান পারফেক্ট, আমি-প্রো (উইন্ডোজ), আসকি টেক্সট ফাইল, ডিলিমিটেড টেক্সট ফাইল, উইন্ডোজ মেটাফাইল, ডিসপ্লে রাইট ফাইল, রিচ টেক্সট ফাইল, TIFF, PCX, WPG, BMP, DCA, লোটাসের WKS ও PIC, এক্সেল স্প্রেডশীট, কোয়াট্রো-প্রো স্প্রেডশীট, ম্যাকিনটোস PIC, CGM গ্রাফ, HPGL, Encapsulated Postscript প্রভৃতি মোট ৫৯টি ফরম্যাটের ফাইলকে এতে রিট্রিভ করা যাবে। বিপরীত ক্রমে এর ডাটা ফাইলগুলোকে মোট ৩৪টি ফরম্যাটে সেভ করা যাবে। এর বাইরেও অ্যাড-অন কনভার্সান ড্রাইভার ফাইল কিনতে পাওয়া যাবে।

৭। **গ্রামাটিকঃ** পূর্বতন ভার্সান এর স্পেলার বা থিসরাস ছাড়াও এ ভার্সানে এসেছে একটি অতি শক্তিশালী ইউটিলিটি গ্রামাটিক। GMK executable utility হিসাবে অবস্থানের পাশাপাশি একে অন-লাইন গ্রামার-চেকিং ইউলিটি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন ফরম্যাটের ফাইলকে কনভার্ট না করেই তার ভাষার ব্যাকরণগত গাঁথুনি পরখ করা যাবে এ ইউটিলিটির সাহায্যে। ব্যাকরণগতঃ অশুদ্ধি চিহ্নিত করা ছাড়াও শুদ্ধ অথচ দুর্বল বাক্যরীতির বিপরীতে শক্ত গাঁথুনির শব্দ চয়নে সঠিকভাবে সাহায্য করার ব্যাপারেও এর ক্ষমতা অতুলনীয়। কোন ডকুমেন্টটি ঠিক কি ধরনের রচনা তা আগে থেকে নির্ধারিত করে দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় রচনার ধরন বুঝে Suggest করার ক্ষমতাও গ্রামাটিকের রয়েছে। এছাড়াও আছে কিছু পরিসংখ্যান, যেমনঃ রচনায় আপনার ভাষাগত, শব্দগত ও ব্যাকরণগত মুন্সীয়ানা কতটুকু; আপনার লেখাটি কোন পর্যায়ের পাঠকের বোধগম্য রচনা হোল এসব ব্যাপারেও আপনি গ্রামাটিকের প্রতিবেদন পেতে পারেন।

৮। **ক্লিপবোর্ডঃ** ওয়ার্ডপারফেক্ট ৬.০ এর মূল executable হলো WP.EXE ফাইলটি। WP.COM নামে আরেকটি executable এর launcher হিসাবে কাজ করে। স্বভাবতই WP কমান্ড এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটি রান করালে WP.COM execute করে এবং WP.EXE কে Lauch করে। এই ব্যবস্থায় ক্লিপবোর্ড এর সুবিধা পাওয়া যায়। WP.EXE কমান্ড এর মাধ্যমে WP.EXE কে সরাসরি execute করালে এই launcher কে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, ফলে ক্লিবোর্ড এর সুবিধাটি পাওয়া যায়না। তবে এতে প্রায় ১০ কিলোবাইট মেমোরী সাশ্রয় হয়।

৯। **প্রিন্ট/ফ্যাক্সিংঃ** প্রিন্টিং এর সাথে এ ভার্সানে যুক্ত হয়েছে ফ্যাক্সিং সুবিধা। নেটওয়ার্ক প্রিন্টিং ও প্রিন্ট কিউ ব্যবস্থাপনাও এতে নভেল নেটওয়্যারের Pconsole ইউটিলিটির অনুরূপ করে তৈরী হয়েছে। ওয়ার্ডপারফেক্ট হতেই নেটওয়ার্ক প্রিন্টিং এর জন্য ফর্ম ও ব্যানার নির্বাচনের সুবিধে রয়েছে।

১০। **হেল্প সিস্টেমঃ** প্রচলিত অন-লাইন হেল্প ও টিউটরিয়াল এর বাইরেও এতে যুক্ত হয়েছে 'কোচ' নামের আরেকটি interactive help system. বিশেষ কিছু নির্বাচিত ওয়ার্ডপ্রসেসিং ফিচার এতে স্থান পেয়েছে।

১১। **এনভেলাপ প্রিন্টিংঃ** এনভেলাপ বা খাম প্রিন্ট করার জন্য এই ভার্সানে দেয়া হয়েছে একটি চমৎকার টুল। এতে প্রাপক ও প্রেরকের ঠিকানা ও খামের আকার নির্ধারণ করে দিলে চমৎকার খাম প্রিন্ট করা যায়। খামের ওপর নির্ধারিত সংখ্যার জন্য 'বারকোড' প্রিন্টের ব্যবস্থাও রয়েছে।

১২। **ক্যারেক্টার সেটঃ** এ ভার্সানে গ্রাফিক ক্যারেক্টার সেট এ সংযোজিত হয়েছে আরবী, জাপানী, হিব্রু প্রভৃতি ক্যারেক্টার সমূহ।

১৩। **সাউন্ডঃ** সাউন্ড কার্ডের সহায়তায় এ ভার্সানে সাউন্ড রেকর্ডিং ও প্লেয়িং এবং কোন ডকুমেন্ট-এ সাউন্ড ক্লিপিং এর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

১৪। **ম্যাক্রোঃ** ম্যাক্রো এডিটরে যুক্ত হয়েছে বহু সংখ্যক সিস্টেম ভ্যারিয়েব্‌ল্ যা ম্যাক্রো এডিটিং কে করেছে আরো শক্তিশালী ও নমনীয়।

১৫। **গ্রাফিক্সঃ** এ ভার্সানে গ্রাফিক্স বক্সের অভ্যন্তরে WPG ক্লিপ আর্টগুলো ছাড়াও সরল প্রকৃতির গ্রাফিক্স ডিজাইন ও পেন্ট করার সুবিধা সংযুক্ত হয়েছে।

যাঁরা এখনো উইন্ডোজ ব্যবহার করেননি তাঁরা এই সফট্‌ওয়্যারটি ব্যবহার করে অনেকটাই উইন্ডোজের মজা পাবেন। প্রফেশনাল কোয়ালিটি আউটপুট যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের কাছেও এ ওয়ার্ড প্রসেসরটি সমাদৃত হবে নিঃসন্দেহে। আর সত্যিকার শক্তিশালী ওয়ার্ড প্রসেসর খুঁজছেন যিনি তারও এই সফট্‌ওয়্যারটির বিকল্প খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। ০